

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের সাড়ে ২০ হাজার পদ শূন্য

নিজস্ব প্রতিবেদক •

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় ২০ হাজার ৫১৬টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় বিষয়ভিত্তিক প্রায় দুই হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য। গতকাল জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় সদস্য একেএম মাস্দিদুল ইসলামের টেবিলে উপস্থাপিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে ৩৪তম বিসিএস থেকে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগে সুপারিশ করে ৮৯৮ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রার্থীদের নিয়োগে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন ও পুলিশ প্রত্যয়নের কার্যক্রম চলমান।

সরকারি দলের এম আবদুল লতিফের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান, ইসলাম ধর্ম, ভূগোল, জৈব বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা, কৃষিশিক্ষা বিষয়ে শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম চলছে। পিএসসি গত বছরের ১৪ আগস্ট সহকারী শিক্ষকের (বিষয়ভিত্তিক) শূন্য পদে নিয়োগের জন্য ৪৫০ প্রার্থীর নাম সুপারিশ করেছে।

তাদেরও পুলিশি প্রত্যয়ন চলছে।

সংসদ সদস্য পিনু খানের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমানে দেশে ১৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৩৯টি সরকারি এবং ৯৫টি বেসরকারি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে ভর্তির জন্য মোট ৬ লাখ ২৬ হাজার ৩৫৮টি আসন রয়েছে। এ ছাড়া বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় নামে আরও দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদে আইন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিলটি রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের সদয় অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, সবার জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে দেশের প্রতি উপজেলায় একটি করে সাধারণ-বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান সরকারের গত মেয়াদের ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশে আটটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ৪২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার অন্তিমুখি দেওয়া হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।